Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 14, 1432 Bangla, March 28, 2026, Saturday, No. 84, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has expressed a strong commitment to building a self-reliant Bangladesh aiming for national development that includes all sectors & professions. [Jago FM: 11]

The government is providing a subsidy of Tk 167 crore on fuel every day to reduce public suffering -- said State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Anindya Islam Amit. [Jago FM: 12]

The govt is set to introduce rewards for informants who provide information on illegal fuel hoarding & formation of a monitoring team as part of a broader effort to stabilise supply & prevent market manipulation. [BBC: 03]

Fuel oil crisis in Khulna region is severely affecting Boro cultivation, with marginal farmers facing significant disruptions in irrigation. Farmers fear that yield could be reduced by half if timely irrigation is not provided. [DW: 11]

A mobile court has fined a filling station in Gomostapur, Chapainawabganj, for hanging a banner saying "No Fuel" and stopping sales despite having sufficient fuel stock. [Jago FM: 17]

Land Minister Mizanur Rahman Minu said that 'Helmet Bahini' that tortured BNP leaders and activists during the previous Awami League regime has now transformed into a "secret force'. [Jago FM: 13]

At least 5 people have been killed after being run over by a train in Kalihati upazila of Tangail.[BBC: 03]

Preparations are under way for a direct meeting between US and Iranian representatives in an effort to end the Iran war---- German Foreign Minister Johann Wadephul. [BBC: 05]

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has urged civilians in the region to evacuate from areas where the US has stationed its forces. [BBC: 06]

The UN human rights chief Volker Türk has urged the US to conclude its investigation into a deadly strike on a girls' school in Minab, southern Iran, as soon as possible. [BBC: 06]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ১৪, বাংলা ১৪৩২, মার্চ ২৮, ২০২৬, শনিবার, নং- ৮৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পাশাপাশি, সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। [জাগো এফএম: ১১]

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, দুর্ভোগ কমাতে সরকার প্রতিদিন জ্বালানি তেলে ১৬৭ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। [জাগো এফএম: ১২]

জ্বালানি তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ উদ্যোগের কথা বলছে সরকার, যার মধ্যে রয়েছে তদারকি টিম গঠন ও অবৈধ মজুতদারির তথ্য জানালে পুরস্কারের মতো কিছু সিদ্ধান্ত। [বিবিসি: ০৩]

জ্বালানি তেলের সংকটে খুলনা অঞ্চলে বোরো ধানের সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রান্তিক কৃষকেরা। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ফলন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষক। [ডয়চে ভেলে: ১১]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল মজুত থাকা সত্ত্বেও `তেল নেই, ব্যানার ঝুলিয়ে বিক্রি বন্ধ রাখায় একটি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। [জাগো এফএম: ১৭]

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, বিগত শেখ হাসিনার শাসনামলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানো সেই `হেলমেট বাহিনী, এখন `গুপ্ত বাহিনীতে, রূপান্তর হয়েছে। [জাগো এফএম: ১৩]

টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী-শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। [বিবিসি: ০৩]

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে--- জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ভাডেফুল। [বিবিসি: ০৫]

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর ওই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী মোতায়েন থাকা এলাকাগুলো থেকে সরে যাওয়ার জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে সতর্কতা জারি করেছে। [বিবিসি: ০৬]

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার ফলকার টুর্ক দক্ষিণ ইরানের মিনাবে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বোমা হামলার ঘটনায় ”যত দ্রুত সম্ভব„ তদন্ত শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। [বিবিসি: ০৬]

বিবিসি

জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনায় 'ভিজিলেন্স টিম', পুরস্কারসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

জ্বালানি তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ উদ্যোগের কথা বলছে সরকার, যার মধ্যে রয়েছে তদারকি টিম গঠন ও অবৈধ মজুতদারির তথ্য জানালে পুরস্কারের মতো কিছু সিদ্ধান্ত। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, সারাদেশে জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হবে। ডিপো, পাম্প ও ভোক্তা পর্যায়ে পর্যন্ত তেলের সরবরাহ তদারক করবে এই টিম। একই সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়। অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত করলে জেল-জরিমানার শাস্তি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, অবৈধ মজুতদারি সম্পর্কে তথ্য দিলে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ রনি)

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ পাঁচজন নিহত

টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন, কালিহাতীর ইব্রাহিমাবাদ রেল স্টেশনের একজন কর্মকর্তা। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নিহতরা গাইবান্ধার বাসিন্দা। সড়কে যানজটের কারণে তারা হয়ত বাস থেকে নেমে রেললাইনে এসে বসেছিলেন। এ সময় সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেসে ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তারা, বলেন রেলওয়ের ওই কর্মকর্তা। ট্রেনটি ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছিল। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছেন রেজাউল করিম।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ রনি)

একাত্তরে যুদ্ধবন্দি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি কীভাবে দেশে ফেরত গিয়েছিল?

টানা নয় মাসের যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে পড়ায়, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনীর কাছে নিজের অস্ত্র জমা দেন পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী। এর মধ্যদিয়ে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজারই দেশটির সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো যুদ্ধে এত বিশালসংখ্যক সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়নি। বিপুলসংখ্যক ওই যুদ্ধবন্দিদের শুরুর দিকে ঢাকা সেনানিবাসসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আটক রাখা হয়। বন্দি রেখে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে চেয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থায়ী সরকার। যদিও বাস্তবে সেটি ঘটতে দেখা যায়নি। আত্মসমর্পণের কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধবন্দি ওইসব পাকিস্তানিদের স্থল ও আকাশপথে পাঠানো হয় ভারতের বন্দি শিবিরগুলোয়। সেখানে দেড় বছরেরও বেশি সময় আটক থাকার পর ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সর্বশেষ যুদ্ধবন্দি হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর মধ্যদিয়ে যুদ্ধবন্দি হস্তান্তর শেষ হয়। কিন্তু বন্দি করার পর কেন তাদেরকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? বিচার না করে পরবর্তীতে ফেরতই-বা পাঠানোর কারণ কী?

পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনের ইতিহাস

একাত্তরে যুদ্ধবন্দি হওয়া ৯৩ হাজার পাকিস্তানির মধ্যে সবাই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তাদের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন। গবেষকদের তথ্যমতে, এই যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজারই ছিলেন সামরিক, আধা-সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য। বাকি ১৩ হাজার ছিলেন বেসামরিক নাগরিক, যাদের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। তখন যুদ্ধবন্দি হওয়া উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। এছাড়াও ছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শরীফ, এয়ার কমোডর ইনামুল হক, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক।

ঢাকা থেকে ভারতে স্থানান্তর

আত্মসমর্পণ করার পরের কয়েকদিন বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশেই অবস্থান করছিল। দেশটির তৎকালীন অস্থায়ী সরকার চেয়েছিল দেশে রেখেই বিশেষ আদালত গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের বিচারকাজ সম্পন্ন করতে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশটি নিজেই তখন খাদ্য-বস্ত্রের অভাবসহ নানান সংকটে নিমজ্জিত; এর মধ্যে ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নেওয়া সহজ ছিল না। এছাড়া, গণহত্যা চালানোর কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা ছিল। ফলে যুদ্ধবন্দিদের নিরাপত্তা নিয়েও এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণের দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চয়তা প্রদান

করা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী সব ব্যক্তির সঙ্গে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। ফলে সবদিক বিবেচনা করে আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেকের মধ্যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তর করা শুরু হয়। তাদের মূলত স্থল ও আকাশপথে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বন্দিদের বিমানে এবং সাধারণ বন্দিদের ট্রাক ও ট্রেনে করে ভারতের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়।

বন্দি রাখা হয়েছিল কোথায়?

আত্মসমর্পণ করা পাকিস্তানি সেনাদের কলকাতা, জব্বলপুর, আগ্রা, রাঁচি, বিহারসহ ভারতের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে আটক রাখা হয়। এর মধ্যে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী কলকাতা ও জব্বলপুর কারাগারে বন্দি ছিলেন বলে তার লেখা 'দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ওই গ্রন্থে জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনিসহ পাকিস্তানি অন্য সেনা কর্মকর্তাদের বিমানে করে কলকাতায় নেওয়া হয়। সেখানে ফোর্ট উইলিয়ামের একটি সরকারি কোয়ার্টারে তাদের রাখা হয়। "আমাদের আবাসিক কোয়ার্টারটি ছিল একটি নবনির্মিত তিনতলা ভবন। বেশ পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো,„ নিজের বইতে লিখেছেন জেনারেল নিয়াজী। তবে সেখানে বেশিদিন থাকা হয়নি তার। কিছুদিনের মধ্যেই নিয়াজীসহ অন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের স্থানান্তর করা হয় জব্বলপুরের এক নম্বর বন্দিশিবিরে, যেটি ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। "এই শিবিরটি জেনারেলদের শিবির হিসেবে পরিচিত ছিল,„ বইতে লিখেছেন জেনারেল নিয়াজী। বন্দি শিবিরের বর্ণনা দিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, "আমাদের বন্দি শিবিরটি প্রায় ৫০ গজ উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে চারদিক থেকে ঘেরাও করা ছিল, যাতে বাইরে থেকে কেউ শিবিরে প্রবেশ করতে বা ভেতর কেউ বাইরে বের হতে না পারে।„ "শিবিরের চার কোনায় ত্রিশ ফুট উঁচু চারটি প্রহরা চৌকি বসানো ছিল। সেগুলোতে সার্চলাইট ছিল, যা রাত হলেই চারদিক আলোকিত করে জ্বলে উঠতো। একজন টহলদার পাঞ্জাবি সেনা অ্যালসেশিয়ান কুকুর সঙ্গে নিয়ে ২৪ ঘণ্টা শিবিরের চারপাশ টহল দিত। শিবিরের ভেতরে-বাইরে ছিল নিরাপত্তা ব্যূহ,„ জেনারেল নিয়াজী তার 'দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আত্মসমপর্ণের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট সুজাত লতিফকে অবশ্য বন্দি রাখা হয়েছিল ভারতের আগ্রায়। পরবর্তীতে কর্নেল হিসেবে অবসর নেওয়া সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা ২০১৫ সালে বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন, যেখানে তিনি ভারতের বন্দিশালার অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করেন। কর্নেল লতিফ জানান যে, ঢাকা থেকে কলকাতা নেওয়ার পর সেখানে প্রথমে ট্রাকে, তারপর ট্রেনে করে তাদেরকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা রেলযাত্রার পর কয়েক হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও কর্মকর্তার সঙ্গে সুজাত লতিফ আগ্রায় পৌঁছান। "আমাদের বলা হয়েছিল, আমরা সরাসরি পাকিস্তান যাচ্ছি। আগ্রায় যাত্রাবিরতি হবে। তারপর তারা আমাদের পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। আমরা খুশিই হয়েছিলাম,„ বিবিসিকে বলেন কর্নেল লতিফ। কিন্তু আগ্রায় পৌঁছানোর পর তাদেরকে সেখানকার একটি বন্দি শিবিরে নেওয়া হয়। "খুব ঠান্ডা পড়েছিল সে বছর। আমার মাত্র একটি পোশাক ছিল। প্রথম রাতে আমাদের একটি ব্যারাক থেকে আরেক ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,„ বলেন কর্নেল লতিফ। সেখানে কয়েক মাস বন্দি থাকার পর কর্নেল সুজাত ও তার অন্য কয়েকজন সহকর্মীরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। তারা আগ্রার জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা টের পেয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পরে তাদের আগ্রা থেকে রাঁচির একটি কারাগারে স্থানান্তর করেন। আগ্রা থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে পাকিস্তানি ওই সেনা দলের ক,জন ট্রেনের জানালার লোহার জাল কেটে পালানোর চেষ্টা করে। "আমাদের ইউনিটের একজন অফিসার ছোটো একটি করাত শরীরে লুকিয়ে রেখেছিল। সেটি দিয়ে আমরা ট্রেনের জানালার তার কাটতে শুরু করলাম। রাত ৯টায় কাটতে শুরু করি। ভোর ৩টার দিকে শেষ করি। আমি জানালা দিয়ে ট্রেনের বাইরে ঝুলে পড়লাম। তারপর এক সময় হাত ছেড়ে দিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।„ পরদিন সুজাতকে রেললাইনের পাশ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। তাকে রাঁচির কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি তৃতীয়বারের মতো পালানোর চেষ্টা করেন। তবে সফল হননি। "রাঁচিতে আমরা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলাম। কোনো যন্ত্র ছাড়াই ৭৯ ফুট লম্বা টানেল। জেলের পাঁচিলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সেই সুড়ঙ্গ।„ কেন তারা এমন সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলেন? এই প্রশ্নে তার উত্তর ছিল, "এটা আমাদের কাছে ছিল একটা দায়িত্ব। ভারতে বন্দিদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব ছিল। সফল হয়েছিলাম বা ব্যর্থ হয়েছিলাম তা ছিল অপ্রাসঙ্গিক।„

বন্দিদের ঘিরে কূটনীতি

পাকিস্তানের যে বিপুলসংখ্যক সেনা ও কর্মকর্তা একাত্তরে বন্দি হয়েছিল, ভারত ও বাংলাদেশের জন্য তারা পরবর্তীতে দাবি আদায়ের 'হাতিয়ার' হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। যুদ্ধে পরাজয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বন্দিদের মুক্ত করে দেশে ফেরানোর দাবিতে পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন কূটনৈতিক চ্যানেল কাজে লাগিয়ে ভারত থেকে বন্দিদের মুক্তির তৎপরতা শুরু করে পাকিস্তান। জেনেভা কনভেনশনে যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত

মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হলেও, ভারত সেটি মানছে না বলে অভিযোগ তোলে পাকিস্তান। এর বিপরীতে ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিষয়টির এককভাবে তাদের ওপর নির্ভর করছে না। যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে হলে বাংলাদেশেরও সম্মতি প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তখন জানানো হয় যে, পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশটির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে কোনো আলোচনায় তারা বসবেন না। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মি. রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক এস ব্যানার্জি এক নিবন্ধে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর ইন্দিরা গান্ধীর উদ্‌বেগের বড়ো জায়গা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা। বাংলাদেশের এই নেতার মুক্তি ও নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে জানান তিনি। তবে পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিক স্যামুয়েল মার্টিন বুরকের মতে, যুদ্ধবন্দিদের ভারত নিজের কাছে রেখে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। সেই প্রেক্ষিতেই ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে মনে করেন তিনি।

সিমলা চুক্তি

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সরাসরি যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তান। এমন প্রেক্ষিতে, দু'দেশের মধ্যকার 'শত্রুতার অবসানের' লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের জুলাইতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলায় বৈঠক করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি 'সিমলা চুক্তি' নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক ওই চুক্তিতে ভারত ও পাকিস্তান যে মূল বিষয়গুলোতে সম্মত হয়েছিল, সেগুলো ছিল- উভয় দেশই তাদের মধ্যে যাবতীয় বিরোধ ও বিতর্ক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মীমাংসা করবে, কোনো তৃতীয় পক্ষকে এর মধ্যে জড়ানো হবে না। জম্মু ও কাশ্মীরের 'সিজফায়ার লাইন' বা 'যুদ্ধবিরতি রেখা'-কে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বা এলওসি বলে অভিহিত করা হবে এবং কোনো পক্ষই একতরফাভাবে এই রেখা পাল্টানোর চেষ্টা করবে না। (যার অর্থ হলো, স্থায়ী সীমান্ত না হলেও এই এলওসি 'ডি ফ্যাক্টো' বর্ডার হিসেবেই থাকবে)। ভারত তাদের হেফাজতে থাকা ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাবে। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেবে। মূলত এই চুক্তির মাধ্যমেই পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

দিল্লি চুক্তি

সিমলা চুক্তির প্রেক্ষিতে জেনারেল নিয়াজীসহ যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত প্রধান ১৯৫ জন বাদে অন্য বন্দিদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে বাংলাদেশ। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের আগস্টে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান- তিন দেশের সমঝোতায় দিল্লিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিতে বলা হয়, ১৯৫ জন বাদে বাকি সব যুদ্ধবন্দিকে ভারত থেকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে। অন্যদিকে, পাকিস্তানে বন্দি থাকা ও আটকে পড়া বাংলাদেশিদেরও নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। একইভাবে, বাংলাদেশে আটকে পড়া উর্দুভাষী বিহারি জনগোষ্ঠীকেও পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানি ৯৩ হাজার বন্দির প্রায় সবাই নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার সুযোগ পায়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় যুদ্ধবন্দিদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া। পরে জেনারেল নিয়াজীসহ যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ১৯৫ জনকেও ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে পাকিস্তান। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তাদেরও ফেরত পাঠাতে সম্মত হন শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার। এরপর ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সর্বশেষ যুদ্ধবন্দি হিসেবে জেনারেল নিয়াজীকে ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে ভারত। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে : জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ভাডেফুলকে উদ্ধৃত করে এমন তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। মি. ভাডেফুল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে আলোচনায় বসার পরিকল্পনা করছেন। ডয়েচলান্ডফুঙ্ক রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। উভয় দেশের মধ্যে `পরোক্ষ যোগাযোগ, হয়েছে এবং `সরাসরি বৈঠকের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে,, জানিয়ে তিনি বলেন, তার বিশ্বাস বৈঠকটি ”খুব শীঘ্রই পাকিস্তানে„ অনুষ্ঠিত হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

মধ্যপ্রাচ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত

বৃহস্পতিবার রাতভর ইরান জুড়ে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ শুক্রবার সকালে জানিয়েছে, তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে তারা। এছাড়া, ইয়াজদে সামুদ্রিক মাইন তৈরির একটি স্থাপনায়ও হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও হামলা অব্যাহত ছিল। উপকূলীয় শহর নেতানিয়াহুর আকাশে রকেটের ধোঁয়ার রেখা দেখা গেছে ছবিতে। লেবাননের গণমাধ্যমের তথ্য, বৈরুতের

দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহরগুলোতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। কুয়েতের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দরে ড্রোন হামলা হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, `শত্রুপক্ষের, ড্রোন হামলায় `জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি, হলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার রাতে একাধিক ড্রোন ভূপাতিত করার কথা জানিয়েছে সৌদি আরব। এদিকে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত ১০ হাজার স্থলসেনা পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের এলাকা থেকে সরে যেতে জনগণকে ইরানের সতর্কবার্তা

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি ওই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী মোতায়েন থাকা এলাকাগুলো থেকে সরে যাওয়ার জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে সতর্কতা জারি করেছে। আইআরজিসি-সংশ্লিষ্ট ফার্স নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি "বেসামরিক এলাকা ও নিরীহ মানুষকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার„ অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রকে বেসামরিক নাগরিক ও ইরানি কর্মকর্তাদের হত্যার জন্যও অভিযুক্ত করা হয়েছে বিবৃতিতে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আইআরজিসি বেশ কয়েকটি সতর্কতা জারি করেছে। যেমন, ১৪ মার্চ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন শিল্প স্থাপনার কাছে বসবাসকারী বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছিল। তবে, এই সর্বশেষ সতর্কবার্তায় তারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ করেনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

মিনাবের স্কুলে হামলা 'যুদ্ধাপরাধ' : আব্বাস আরাঘচি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার শুরুর দিকে মিনাবের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে হামলার ঘটনাকে `যুদ্ধাপরাধ, হিসেবে অভিহিত করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে ওই হামলার পর দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, সেখানে ১৬৮ জন মারা গেছেন, যার বেশিরভাগই শিশু। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সংঘাতের মধ্যে শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক এক আলোচনায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে সেই হামলার প্রসঙ্গ তোলেন আব্বাস আরাঘচি। তিনি বলেন, ওই হামলা ছিল "এই আগ্রাসনের সবচেয়ে ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশগুলোর„ একটি। এটিকে তিনি "যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ„ বলে আখ্যা দেন। যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে এর আগে জানিয়েছিল যে তারা তদন্ত করছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের স্কুলে প্রাণঘাতী বোমা হামলার স্বচ্ছ তদন্ত চান জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার ফলকার টুর্ক দক্ষিণ ইরানের মিনাবে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বোমা হামলার ঘটনায় "যত দ্রুত সম্ভব„ তদন্ত শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ওই হামলায় ১১০ জন শিশুসহ ১৬৮ জন নিহত হন। মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির সামরিক তদন্তকারীরা মনে করছেন, মার্কিন বাহিনী সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে স্কুলটিতে আঘাত হেনে থাকতে পারে। তবে তারা এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সংঘাতকালীন শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনায় টুর্ক বলেন, "যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের ওপরই দ্রুত, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন এবং জবাবদিহিতার নিশ্চিতের দায়িত্ব বর্তায়।„ জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই পৃথকভাবে জানিয়েছে যে, তারা ঘটনাটি তদন্ত করছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

হরমুজ প্রণালি থেকে তিনটি জাহাজ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানাল ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে তিনটি জাহাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর- আইআরজিসি। শুক্রবার সকালে জাহাজগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানায় আইআরজিসি। আইআরজিসি-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিভিন্ন দেশের তিনটি কন্টেইনার জাহাজ অনুমোদিত জাহাজের জন্য নির্ধারিত করিডোরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল। আইআরজিসি,র নৌবাহিনীর সতর্কবার্তার পর সেগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।„ `হরমুজ প্রণালি বন্ধ রয়েছে, উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মিত্র ও সমর্থকদের বন্দরগুলো থেকে যে-কোনো করিডোর দিয়ে, যে-কোনো গন্তব্যে, যে-কোনো জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ।„ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি দুইদিন আগে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলেন, ইরান এখন পর্যন্ত "চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক এবং ভারতের„ মতো দেশগুলোর জাহাজ চলাচলের অনুরোধ গ্রহণ করেছে। ইরানের অবস্থান হচ্ছে, প্রণালিটি "সম্পূর্ণরূপে বন্ধ নয়, বরং শত্রুদের জন্য বন্ধ,„ যোগ করেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০৩.২০২৬ আলী আহমেদ)

কোম শহরে হামলায় ১৮ জন নিহত, ইরানি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন

ইরানের কোম শহরে বৃহস্পতিবার রাতভর হামলায় আঠারো জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম। আইআরজিসি-সমর্থিত ফার্স নিউজ এজেন্সি ও তাসনিম জানায়, শুক্রবার ভোরে শহরের পারদিসান এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। প্রাথমিকভাবে মৃতের সংখ্যা ছয়জন বলা হলেও, পরে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। প্রতিবেদনের

তথ্য, এসব হামলায় আরো ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলটিকে একটি আবাসিক এলাকা হিসেবে উল্লেখ করে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছেছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ এলিনা)

ইরানে পারমাণবিক দুর্ঘটনা এড়াতে আইএইএ-এর সতর্কবার্তা

ইরানে পারমাণবিক দুর্ঘটনা এড়াতে `সর্বোচ্চ সংযম, প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা- আইএএইএ। মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে একটি হামলার খবরের পর সতর্ক করল জাতিসংঘের সংস্থাটি। এক বিবৃতিতে আইএইএ বলেছে, ”যেহেতু এটি বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক উপাদানসহ একটি সক্রিয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, এই স্থাপনার কোনো ক্ষতি হলে ইরান ও তার বাইরের একটি বিশাল এলাকা জুড়ে বড়ো ধরনের তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইরানের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি, জাপান-যুক্তরাষ্ট্র জোটকে ভিত্তি করে জাপানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির জাপান-ইরান সংসদীয় মৈত্রী সমিতির এক সভায় বক্তব্য রাখছিলেন কিশিদা। জাপানে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত পেইমান শিয়াদাতসহ ২০ জনেরও বেশি আইনপ্রণেতা এতে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনটির সভাপতি কিশিদা বলেন যে, জাপানের পতাকাবাহী জাহাজগুলো হরমুজ প্রণালিতে আটকা পড়েছে এবং পরিস্থিতি গুরুতর, যা একটি বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের কারণ হতে পারে। কিশিদা এও বলেন যে, জাপানের কূটনীতি জাপান-যুক্তরাষ্ট্র জোটের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং টোকিওকে ভাবতে হবে, কীভাবে জাপানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি ইরানের সঙ্গেও ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, যার সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বৈঠক শেষে শিয়াদাত সাংবাদিকদের বলেন, জাপান ইরানের বন্ধু এবং তার দেশ জাপানকে বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, এই আগ্রাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে জাপান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৭.০৩.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

মানবতাবিরোধী অপরাধে সহযোগী কারা? ইতিহাস কী বলছে?

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ৫৫ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনও দেশটির ইতিহাসের বয়ান নিয়েই শেষ হয়নি বিতর্ক। সরকার পরিবর্তন হলেই বদলে যায় ইতিহাসের নির্মাণ। কখনও জিয়াউর রহমান হারান খেতাব, কখনও শেখ মুজিবুর রহমান হারান পদবি। স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্কের যেমন মীমাংসা হয়নি, নানা দলের ও ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক চলমান। সরকার বদলের সঙ্গে বদলে যায় জাতীয় দিবস, রাষ্ট্রীয় ছুটি এমনকি বিভিন্ন স্থাপনার নামও। ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার গঠন করার পর জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনই উসকে দিয়েছে ইতিহাস নিয়ে আরেক বিতর্ক। একদিকে সংসদের স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করা হয় বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমকে। অন্যদিকে, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় শোকপ্রস্তাবে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হচ্ছে, স্পিকারের ঘোষণা করা প্রাথমিক শোকপ্রস্তাবে নাম না থাকলেও, বিএনপির পক্ষ থেকেই প্রথম এই নামগুলো প্রস্তাব করা হয়। এরপর জামায়াতে ইসলামী আরো কয়েকজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে, যাদের মধ্যে আরো কয়েকজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। পরে আবার ফ্লোর নিয়ে চিফ হুইপ আরো কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করেন, এবার সেই প্রস্তাবে ছিলেন মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান এবং সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীর উত্তমও।

সংসদে এ নিয়ে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি না হলেও, সংসদের বাইরে এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে কয়েকটি দল ও সংগঠন। সিপিবি এই শোকপ্রস্তাবকে `ধৃষ্টতা, উল্লেখ করে বলেছে, দেশের মানুষ এটা কখনোই ভুলবে না। বাসদ এর নিন্দা জানিয়ে `শোকপ্রস্তাব থেকে যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রত্যাহার, করার দাবি জানিয়েছে। উদীচী এই শোকপ্রস্তাবকে `মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি চরম অবমাননা, বলে উল্লেখ করেছে। জামায়াতে ইসলামী অবশ্য শোকপ্রস্তাব নিয়ে এমন প্রতিক্রিয়াকেই অমানবিক মনে করে। অধিবেশনের প্রথম দিনেই বক্তব্য রেখেছেন ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এবং ২০১৯ সালে আপিল বিভাগে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া জামায়াত নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর রিভিউ আবেদনে তাকে সব অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পুনর্গঠিত আপিল বিভাগ বলেছে, আজহারুলের মৃত্যুদণ্ড ছিল `গ্রস মিসক্যারেজ অব জাস্টিস,। ২০২৬ সালে রংপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। আওয়ামী লীগের

শাসনামলে ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল নানা মহল থেকেই।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এমনকি জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাও বিচারকদের নিরপেক্ষতা, বিচারের নিরপেক্ষতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা এবং আসামি পক্ষকে যথেষ্ট সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ করে এসেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে পলায়নের পর তার প্রতিষ্ঠা করা আদালতেই এবার চলছে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার। তবে, বাংলাদেশের অন্য নানা কিছুর মতো এখানেও সরকার বদলের সঙ্গে বদলে গেছেন বিচারক। এমনকি ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের পক্ষে যিনি ওকালতি করছিলেন, একই আদালতে ২০২৪ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে তিনি হয়েছিলেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। একটি মামলায় হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। যথারীতি এই বিচারপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত ও সাজা কার্যকর হওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে সংসদে শোকপ্রস্তাব আনার মাধ্যমে বিএনপি আসলে কী বার্তা দিতে চাচ্ছে?

২০ মে, ১৯৭১। খুলনার চুকনগর। যুদ্ধ থেকে বাঁচতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নানা এলাকা থেকে দলে দলে শরণার্থীরা এসে জড়ো হয়েছিলেন ভারতীয় সীমান্তবর্তী চুকনগরে। ভদ্রা নদীতে অপেক্ষমাণ সারিবদ্ধ নৌকায় ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সকাল ১০টার দিকে হঠাৎই সেখানে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনাসদস্যদের বহনকারী জিপ। সেদিন পরিবারের আটজন সদস্যকে হারিয়েছিলেন কিশোর নিতাই গাইন। নিজে প্রাণে বেঁচেছেন একজনের বদান্যতায়। তখনকার কিশোর নিতাই ৫৫ বছর পর এখন বৃদ্ধ। এখনও পরিবার হারানোর শোক ভুলতে পারেননি তিনি। অনেকেই চুকনগর গণহত্যাকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে হওয়া সবচেয়ে বড়ো একক হত্যাকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৯ মাসে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড এখনও আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যার স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহায়তার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গঠন করা হয়েছিল নানা ধরনের বাহিনী। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শান্তি কমিটি। শান্তি কমিটির কাজ কী ছিল? এই বিষয়ে ১৯৭১ সালের ১০ মে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়েছে, কমিটি জনসাধারণের নিকট থেকে অভিযোগ শ্রবণ করে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক ও সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে তা পেশ করে।

পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, কমিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের ধরার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছে। `খুলনায় শান্তিকমিটির কর্মব্যস্ততা, শিরোনামের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খুলনা অঞ্চলে সেই শান্তি কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য মওলানা এ কে এম ইউসুফ। জাতীয় সংসদে আনা শোকপ্রস্তাবে রয়েছে এ কে এম ইউসুফের নামও। চুকনগরে ২০ মে ঘটে যাওয়া এত বড়ো হত্যাকাণ্ডের খবরও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পরদিন কোনো পত্রিকাতেই আসেনি। ২১ মে দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় প্রকাশ পায় `প্রদেশের মুসলিম জনগণ ভারতের দালালদের বরদাস্ত করবে না, শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালেক এবং শ্রম সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ-এর বিবৃতি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতিতে তারা বলেছেন, ”অবশেষে পাকিস্তানবিরোধী দুষ্কৃতিকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মহল কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাস ও হাঙ্গামার রাজত্ব মরণ আঘাত লাভ করেছে।„ চুকনগরে হত্যাকাণ্ডের শিকারদের বড়ো একটি অংশই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াত নেতাদের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরও ভারতের দালাল মনে করতেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন প্রধান আবুল আলা মওদুদী ১৯৭১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার সকল তথ্যকে খণ্ডন করে মুসলিম বিশ্বের প্রতি একটি বিশাল বিবৃতি পাঠান। দৈনিক সংগ্রামে পুরো বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৭ জুন। `পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনগণ কখনও বিচ্ছিন্নতা চায়নি, শিরোনামের এই খবরে মওদুদী বলেছিলেন, ”বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রচারণা চালাচ্ছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরপরাধ বাঙালি মুসলমানের রক্তপাত ঘটাচ্ছে।„

বিশাল এই বিবৃতিতে তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে, এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদেশি হিন্দু-ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনে কোনো সাধারণ মুসলমান অংশ নেয়নি বলে দাবি করেন মওদুদী। তিনি বলেছেন, ”প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থিদের একটি বিশেষ অংশ এই বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন শুরু করে এবং তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু অধ্যাপকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে। অতএব, তাদের ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে কোনো শিক্ষা ছিল না।„

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দু-দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর সংগঠিত হয় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড। এই সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যেমন ছিলেন, ছিলেন সাংবাদিক, শিল্পী, প্রকৌশলী, লেখক-সহ অনেকেই। ১৯ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে শিরোনাম ছিল- 125 Slain in Dacca Area

Believed Elite of Bengal অর্থাৎ, ঢাকায় নিহত ১২৫, ধারণা করা হচ্ছে তারা বাংলার অভিজাত। রায়েরবাজার বধ্যভূমির ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সকল ভুক্তভোগীর হাত পেছন দিকে বাঁধা ছিল এবং তাদের বেয়নেট দিয়ে, গলা টিপে অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আনুমানিক ৩০০ জন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মধ্যে তারাও ছিলেন, যাদের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য এবং স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত সমর্থকেরা আটক করেছিল। পাকিস্তানপন্থি অনিয়মিত বাহিনী রাজাকাররা ন্যায্য আত্মসমর্পণের শর্তের জন্য ভুক্তভোগীদের ‘জিম্মি, হিসেবে আটকে রেখেছিল বলে মনে হয়। ধারণা করা হচ্ছে, দু-দিন আগে পাকিস্তানি কমান্ডারদের আত্মসমর্পণের ঠিক আগে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু জামায়াতের পক্ষ থেকে বরাবরই দাবি করা হয়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ছিল তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি- পিডিপিসহ বেশ কিছু দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল। তবে জামায়াত ছাড়া অন্য কোনো দলই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন আর প্রাসঙ্গিক ভূমিকায় নেই।

জামায়াত বরাবরই দাবি করেছে, দলটির কোনো নেতা-কর্মী কখনও কোনো অপরাধে জড়িত ছিলেন না। এমনকি রাজাকার বাহিনী ও আল বদর, আল শামসেও তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। নানা কড়াকড়ির মধ্যে গণমাধ্যমে বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধের তথ্যও সঠিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল না। ২৫ মার্চ আক্রমণ শুরুর পর ঢাকায় অবস্থান করা বিদেশিদের বহিষ্কার করে পাকিস্তান। এরপর আটজন সাংবাদিককে দশদিনের একটি সফরে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয় বিদ্রোহ দমনে পাকিস্তানি বাহিনীর সাফল্য তুলে ধরার জন্য। এই আট সাংবাদিকের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসও। সফর শেষে বাকি সাত পাকিস্তানি সাংবাদিক দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্রোহ দমনের সাফল্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলেও, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস চলে যান লন্ডনে। সেখানে ব্রিটিশ পত্রিকা টাইমসে ১৩ জুন প্রকাশ করেন জেনোসাইড শিরোনামে তার বিখ্যাত প্রতিবেদন। দীর্ঘ এই প্রতিবেদনটিতে তিনি পাকিস্তানি বাহিনী পরিচালিত গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন, পূর্ব-পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনা চলছে। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল তিনটি-

১. বাঙালিরা ‘বিশ্বাসের অযোগ্য, হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারাই শাসিত হতে হবে।

২. বাঙালিদের সঠিক ইসলামি প্রক্রিয়ায় পুনরায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা দূর হয় এবং দুই পাকিস্তানে শক্তিশালী ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি হয়।

৩. হিন্দুরা যখন মৃত্যু বা লড়াইয়ে নিশ্চিহ্ন হবে, তখন তাদের সম্পত্তি সুবিধাবঞ্চিত মধ্যবিত্ত মুসলিমদের মন জয়ে ব্যবহার করা হবে। এই নীতি চরম নির্লজ্জভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন মাসকারেনহাস।

কিন্তু এর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক কী!

প্রতিবেদনের শেষের দিকে বলা হয়েছে, পূর্বে ঔপনিবেশিকতার কঠোর বাস্তবতা নির্লজ্জ লোক দেখানো আবরণে ঢাকা হচ্ছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তাদের কাজের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন। ফলাফল ঠিক সন্তোষজনক হয়নি। এখন পর্যন্ত যে সমর্থন এসেছে, তা এসেছে ঢাকার বাঙালি আইনজীবী মৌলভী ফরিদ আহমদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে, যারা সবাই গত ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে গোলাম আযম ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের আমির। ১৯ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার সংবাদ সম্মেলন বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে দৈনিক সংগ্রাম। সেখানে দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে দেশের আদর্শ ও সংহতিতে বিশ্বাসী লোকদের হাতে অস্ত্র সরবরাহের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় গভর্নর এ এম মালেকের অধীনে। সেই মন্ত্রিসভায় অন্যদের মধ্যে ছিলেন এ কে এম ইউসুফও। সেই একইদিনে আরেকটি সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক সংগ্রাম- ‘রেজাকার শিবিরে অধ্যাপক গোলাম আযম- সত্যিকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ, শিরোনামে। সেখানে তিনি বলেছেন, আলেম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর ব্যাপক হারে হামলা না হলে তারা আত্মরক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য রেজাকার, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হয়ে সশস্ত্র হওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। পরদিন তার বক্তব্যের বাকি অংশ প্রকাশ করে সংগ্রাম। সেখানে বলা হয়েছে, অধ্যাপক গোলাম আযম শিক্ষা গ্রহণরত রাজাকারদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, রেজাকার বাহিনী কোনো দলের নয়, তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ। রাজাকারদের ভালোভাবে ট্রেনিং নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব অভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করার জন্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানান তিনি। ভালোভাবে ট্রেনিং নেওয়া রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে কী করেছিল, তার সংবাদ তৎকালীন নানা পত্রিকাতে বেশ গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

১ ডিসেম্বর আবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন গোলাম আযম। সেখানেও তিনি মহান দেশ সেবায় নিয়োজিত রাজাকারদের সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে শত্রুবাহিনী নামে অভিহিত

করে বলেন, ”রাজাকারদের পুলিশ ও অন্যান্যের মতো অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা হলে তারাই এই শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করতে সক্ষম।„ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামীর ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে বারবার। দলটির নেতারা বলেছেন, অন্তত তিনজন নেতা এজন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ১৯৯৪ সালে গোলাম আযম, ২০১০ সালে দলটির তৎকালীন প্রধান মতিউর রহমান নিজামী এবং অতি সম্প্রতি দলটির বর্তমান আমির শফিকুর রহমান। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়া নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। জামায়াতে ইসলামী কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায়নি। অনেকটা যদি হয়ে থাকে, তবে এমন কৌশলই কি অবলম্বন করছে জামায়াত? একদিকে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে দাবি করলেও, অন্যদিকে ১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তৎকালীন আমির গোলাম আযম বলেছিলেন, একাত্তরে আমরা ভুল করিনি। এই ইস্যুতে জামায়াতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? ডয়চে ভেলের প্রশ্ন ছিল, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চেয়ে বিষয়টির চিরস্থায়ী মীমাংসার কোনো পরিকল্পনা দলটির আছে কিনা।

একটু ফ্যাক্টচেক করা যাক

শেখ মুজিবুর রহমান কোলাবরেটর অ্যাক্ট বা দালাল আইন বাতিল করেননি। বরং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগীদের বিচারে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার আদেশ জারি করেছিলেন তিনি। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান। এর উদ্দেশ্য হিসাবে শেখ মুজিব বলেছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অভিযোগে আটক কিংবা দণ্ডিত সবাই এখন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ এবং নিঃসন্দেহে দেশ পুনর্গঠনের সকল সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী। তাহাদের বিষয় সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া এবং যাহাতে কেহ স্বাধীনতার সুফল ভোগ হইতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে তাহাদের অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়াছেন। সেখানেও বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি ধর্ষণ, খুন, অগ্নিসংযোগ অথবা পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের দায়ে অভিযুক্ত অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত, তাহারা ছাড়া বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ৭২ বলে অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্ত সকলকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে। উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশে তখনও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ।

আরেকবার ফ্যাক্টচেক করা যাক

১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিলের আদেশ জারি করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করা ব্যক্তিদেরও বিচারের প্রক্রিয়া পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়। দু-দিন পর ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এই ইস্যুতে অস্পষ্টতা নিয়ে `দালাল আইন বাতিল প্রসঙ্গে, শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, সত্যিকার অপরাধমূলক দুষ্কর্মের অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত, তাহাদের বিষয়ে এই দালাল আইন বাতিল অর্ডিন্যান্স কীভাবে প্রযোজ্য হইবে, তাহা আরও খোলাসা করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। শোনা যাইতেছে, এইসব ক্রিমিন্যাল অফেন্সের বিচার অতঃপর দেশের প্রচলিত আইনেই হইবে। অতীতে আমরাও এই বক্তব্যই রাখিয়াছিলাম। এ বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলে, উহার দ্বারা অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ান সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সেটা আর স্পষ্ট হয়নি। ফলে এখনও সেই অস্পষ্টতা রয়েই গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৬ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সায়েম অধ্যাদেশ জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনীতির পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু জনমনে অসন্তোষ বিবেচনায় নিয়ে জামায়াত নিজ নামে রাজনীতি শুরু করে আরো পরে, ১৯৭৯ সালে। ১৯৮১ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের দেওয়া ভাষণ নিয়ে তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী।

কতিপয় ব্যক্তি বিদেশি প্ররোচনায় আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা কে, আমি জানি। তাহারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই, বরং তাহারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়াছিল। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া যেমন ওই সময় তাহারা সফল হইতে পারে নাই, আজও তাহারা সফল হইতে পারিবে না। জনগণ তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিবে। ... প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জনগণ আবার অস্ত্র হাতে তুলিয়া নেবে। আর এইবার জনগণকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। দু-দিন পর ৩০ মার্চ-এর প্রতিক্রিয়া জানায় জামায়াতে ইসলামী। দৈনিক বাংলা এই সংবাদের শিরোনাম করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ভুল হয়নি, জামায়াত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রস্তাবিত রাজাকার-আলবদর প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন সম্পর্কে জামায়াতের নেতারা বলেছিলেন, এটা দেশকে বিভেদের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত। সংবাদ সম্মেলনে দলটির ভারপ্রাপ্ত আমির মওলানা আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমির এ কে এম ইউসুফ এবং ঢাকা নগরী জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি ছিল এমন-

১. মুক্তিযুদ্ধারা কোনো দলের একার সম্পত্তি নয়। অন্যান্য দলেও যেমন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে, তেমনি জামায়াতে ইসলামীতেও বহু মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে।

২. রাজনীতির বিচার হয় বর্তমানের প্রেক্ষাপটে, তাই দল বিশেষ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সোল এজেন্ট হতে পারে না।
৩. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। দশ বছর পরও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ টিকিয়ে রাখার কী দরকার?
বিএনপি সরকারকে স্বৈরাচার বলে অভিহিত করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, যে সরকারের আমলে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকার পেয়েছেন, সে সরকারকেই স্বৈরাচারী বলা সঠিক কিনা। উত্তরে নেতারা বলেছিলেন, আমরা জুলুম মেনে নিতে পারি না। শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করার পথে জামায়াতকে অন্তরায় বা চ্যালেঞ্জ মনে করেছে। ক্ষমতাসীনরা জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করতে পেরে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অংশকে জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছে। জিয়ার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত নেতারা বলেন, স্বাধীনতার দশ বছর পর এই ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রেসিডেন্ট দায়িত্বহীন উক্তি করেছেন। দায়িত্বহীন কথা-বার্তা জাতিকে বিভেদের দিকে ঠেলে দেয়, এতে জাতির কোনো কল্যাণ হয় না। এরপর অবশ্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতের অবস্থান দ্রুতই সুসংগঠিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তৎকালীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জামায়াতের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে, ১৯৯৯ সালে জামায়াত ও বিএনপি আনুষ্ঠানিক জোট গঠন করে ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকারেও যায়। এবার আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে ৬৮টি আসনে জিতে সবচেয়ে বড়ো বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এবার তাদের নির্বাচনি জোটে ছিল কয়েকটি ইসলামী দল ও ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া আন্দোলনকারীদের গড়ে তোলা দল এনসিপি। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকলেও, জামায়াতের স্বাধীনতাবিরোধী তকমা কি দূর হয়ে যাবে?
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে তেলের সংকটে বোরো সেচে সমস্যা

বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের সংকটে খুলনা অঞ্চলে বোরো ধানের সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রান্তিক কৃষকরা। বোরো চাষের গুরুত্বপূর্ণ এ সময়ে সেচ দিতে না পারলে ফলন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষক। ডিডাব্লিউ-এর কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নের জালিয়ারডাঙ্গা গ্রামের কৃষক আব্দুর রহমান গাজী এ বছর দুই বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছেন। গত ৪-৫ দিন আগে একদিনের বৃষ্টিতে জমিতে কিছুটা পানি জমলেও, গত ২ দিন ধরে তা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ডিজেলচালিত পাম্প দিয়ে পাশের ঘের থেকে সেচ দিতে পারছেন না তিনি। কারণ, কোথাও জ্বালানি তেল পাচ্ছেন না। ওই প্রান্তিক কৃষক বলেন, 'পাশের একটি পেট্রোল পাম্পে কয়েকবার গেলেও, সেখানে গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে তেল দেওয়া হচ্ছে না। অথচ এই মুহূর্তে সেচ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এখন সেচ দিতে না পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।' তার পাশের জমির কৃষক অমৃত বিশ্বাসও একই সংকটে পড়েছেন। ৩ বিঘা জমিতে বোরো আবাদ করেছেন তিনি। প্রতি ৫ দিন পরপর সেচ দিতে হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ৩ লিটার তেল। কিন্তু গত ১০-১২ দিন ধরে কোথাও তেল পাচ্ছেন না তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ রুবাইয়া)

কুমিল্লায় দুর্ঘটনায় এক পরিবারের চারজনসহ মৃত পাঁচ

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে প্রাইভেটকারে বাসের ধাক্কায় এক পরিবারের ৪ জনসহ মোট ৫ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কালাকচুয়ায় মিয়ামি হোটেলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবারটির বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায়। পরিবার ও চালকসহ মোট ৬ জন প্রাইভেটকারে ঢাকা থেকে নোয়াখালী যাচ্ছিল। পুলিশ জানায়, স্টারলাইন পরিবহণের বাসটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনজনকে তখনই চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আরেকজন পরে মারা যান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

সমাজের একটি অংশ নয়, সবাই মিলে ভালো থাকবো : প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই অঙ্গীকার করেন তিনি। পাশাপাশি, সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন হলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ফারাক থাকলেও, আমি এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাই, যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের জন্য কাজ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো।

তিনি বলেন, আসুন এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার হোক... সমাজের একটি অংশ নয়, বরং আমরা সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে এই দেশে ভালো থাকবো। আমরা প্রত্যেকে সহঅবস্থানের মাধ্যমে খারাপকে দূরে ঠেলে দিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করবো... এই হোক আমাদের আজকের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার, প্রত্যাশা, প্রতিজ্ঞা। সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদেরই সরকার, বর্তমানের গণতান্ত্রিক সরকার এদেশের মানুষের নির্বাচিত সরকার, বর্তমানের গণতান্ত্রিক সরকার এ দেশের মানুষের প্রতিষ্ঠিত সরকার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

গবেষণার নামে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবমূল্যায়ন করা যাবে না : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা উচিত। তবে, এ গবেষণা বা মন্তব্য এমন হওয়া উচিত নয়, যা দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবমূল্যায়ন ঘটায়। তিনি বলেন, অতীত নিয়ে সব সময় পড়ে থাকলে এক চোখ অন্ধ, আর অতীতকে যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে মনে হয় দুই চোখই অন্ধ। অতীতকে ভুলে থাকা চলবে না, তবে অতীত নিয়ে পড়ে থেকেও যেন ভবিষ্যতের দিকে এগোতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সব জাতীয় নেতাকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সব বীর মুক্তিযোদ্ধা, আহত ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহসী জনগণের অবদান স্মরণ করছি। তাদের অনন্য অবদানে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

শহিদ জামালের কন্যার বিয়েতে অর্থ সহায়তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ জামালের মেয়ে তানিয়া আক্তার রুমির বিয়ের খরচ বহন করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (২৭ মার্চ) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শহিদ জামালের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এতে বিএনপি চেয়ারম্যান এবং আমরা বিএনপি পরিবারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষে অর্থ সহায়তা হস্তান্তর করা হয়। ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বিশেষ এই উপহার তুলে দেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিএনপির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বিএনপি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেল ৩টার পর রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এই আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভায় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

শাহজালালে একমাসে মধ্যপ্রাচ্যের ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ফ্লাইট পরিচালনায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত এক মাসে এই রুটের ৭৯৭টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী। শুক্রবার (২৭ মার্চ) আরও ২২টি ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, যুদ্ধের কারণে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি তেলে প্রতিদিন ১৬৭ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ”দুর্ভোগ কমাতে সরকার প্রতিদিন জ্বালানি তেলে ১৬৭ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে।„ শুক্রবার (২৭ মার্চ) দুপুর ১২টায় যশোরে দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তির মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ”জনগণের কষ্ট লাঘবে সরকার কাজ করছে। বহির্বিশ্বের অস্থিরতার মধ্যেও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করেনি। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে বিদ্যুৎ, গণপরিবহণ ও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায়। চতুর্দিক থেকে চাপ থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা করেনি।„ তিনি বলেন, ”জ্বালানি তেল নিয়ে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ৮০টা দেশ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি করলেও, বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি দাম বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেনি। সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রেখেছে। কিন্তু আমাদের চাহিদা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ডিজেলের চাহিদা ছিল ১২ হাজার টন।

পেট্রোল, অকটেনের চাহিদা ছিল ১২০০ থেকে ১৪০০ মেট্রিক টন। ঈদের আগে গড়ে প্রতিদিন ২৪ হাজার থেকে ২৫ হাজার মেট্রিকটন ডিজেল আমরা সরবরাহ করেছি।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতাকে গুলি করে হত্যা

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) উপজেলা সমন্বয়ক নীতিদত্ত চাকমাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের সূতকর্মা পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সূতকর্মা পাড়ায় দুর্বৃত্তরা নীতিদত্ত চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গুলির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই নীতিদত্ত চাকমার মৃত্যু হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

হাসিনা আমলের `হেলমেট বাহিনীই, এখনকার `গুপ্ত বাহিনী,: ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, বিগত শেখ হাসিনার শাসনামলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানো সেই `হেলমেট বাহিনী, এখন `গুপ্ত বাহিনীতে, রূপান্তর হয়েছে। তারাই বর্তমানে দেশে মব সৃষ্টি করে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) দুপুরে রাজশাহীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মিনু অভিযোগ করেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পতনের পর সেই হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা এখন গুপ্ত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পেছনে তাদের হাত রয়েছে। তিনি বলেন, ”স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। আমাদের ঘোষণা সবার আগে বাংলাদেশ। আমরা কোনো প্রভু নয় বরং বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই আমাদের মূল শক্তি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো আরও ৬২ হাজার টন গম

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬২ হাজার ১৫০ টন গম নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তিতে এসব গম আমদানি হচ্ছে। এটি জিটুজি চুক্তির দ্বিতীয় চালান। এর আগেও এ চুক্তির একটি চালানের গম দেশে এসে পৌঁছেছে। চুক্তির আওতায় প্রথম চালানে ৫৮ হাজার ৪৫৭ মেট্রিক টন গম এসেছিল। জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এবং দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাহাজে রক্ষিত ৬২ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন গমের মধ্যে ৩৭ হাজার ২৯০ মেট্রিক টন গম চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২৪ হাজার ৮৬০ মেট্রিক টন মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে। দেশে মোট গমের চাহিদা কমবেশি ৭০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদন হয় কম বেশি ১০ লাখ মেট্রিক টন। চাহিদা পূরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অবশিষ্ট গম বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যায় অংশ নেওয়া দুই শ্যুটার গ্রেফতার

রাজধানীর পল্লবীতে থানা যুবদলের সদস্য সচিব গোলাম কিবরিয়াকে গুলি করে হত্যার ঘটনায়, কিলিং মিশনে অংশ নেওয়া দুই শ্যুটারকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-৪)। র‌্যাব বলছে, কিলিং মিশনে অংশ নিয়ে আসামিরা অবৈধ পথে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বৈধ কাগজপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। পরে র‌্যাবের অভিযানে গ্রেফতার করা হয় তাদের। শুক্রবার (২৭ মার্চ) রাজধানীর মিরপুর র‌্যাব-৪ এর কার্যালয়ে আয়োজিত পল্লবীর যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যা মামলার কিলিং মিশনে অংশগ্রহণকারী ২ শ্যুটার, বিদেশি রিভলভার ও গুলিসহ গ্রেফতার সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহাবুদ্দিন কবির। গ্রেফতাররা হলেন- কিলিং মিশনে অংশগ্রহণকারী অন্যতম শ্যুটার মো. রাশেদ ওরফে লোপন (৩৫) এবং মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে কাল্লু (৪০)। তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রিভলভার ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

মৌলিক নীতি অক্ষুণ্ন রেখে ডব্লিউটিও সংস্কারের আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংস্কার জরুরি। তবে এ প্রক্রিয়ায় সংস্থাটির মৌলিক নীতিমালা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে, বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) ক্যামেরুনের ইয়াউন্দেতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও-এর ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে (এমসি-১৪) `বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ করণীয়, শীর্ষক সেশনে এ কথা বলেন তিনি। ডাব্লিউটিও রিফর্ম : ফান্ডামেন্টাল ইস্যুজ, শীর্ষক

অধিবেশনে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ডব্লিউটিও-এর মূল ভিত্তি হলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যনির্ভর উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ঐকমত্যভিত্তিক ও নিয়মভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ (এমএফএন), শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার (ডিএফকিউএফ) এবং বিশেষ ও পার্থক্যমূলক সুবিধার (এসঅ্যান্ডডিটি) মতো ব্যবস্থা বিশ্ববাণিজ্যে সমতা ও অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

অতি উৎসাহী হয়ে কাজ করে সরকারি সম্পদ নষ্ট করা যাবে না

অতি উৎসাহী হয়ে কোনো কাজ করতে গিয়ে সরকারি সম্পদ নষ্ট না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে বগুড়া শহরের শাকপালা এলাকায় সিঅ্যান্ডবি পার্ক (শাকপালা পার্ক) পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান লন্ডনে বসেও বগুড়ার এই পার্কের বিষয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মাটিরই সন্তান। তবে প্রশাসনের প্রতি আমার অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কোনো নির্দেশনার পর অতি উৎসাহী হয়ে কোনো কাজ করে সরকারি সম্পদ নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এতে সরকারের ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং কাজের গুণগত মান ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয় ঠিক থাকবে। পার্কটির মালিকানা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী জানান, এই পার্কটি শুরু থেকেই সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের আওতাধীন ছিল। জেলা প্রশাসন পার্কের উন্নয়নের জন্য সওজকে চিঠি দিলেও, অর্থ সংকটে তারা কাজ করতে পারেনি। তিনি বলেন, আমি সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। এখন থেকে এই পার্কের পুরো দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ বিভাগের। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এর কাগজপত্র হস্তান্তর করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে অবৈধভাবে মজুত ৬ টন ডিজেল জব্দ

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জ্বালানি তেল ও সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। গোপন খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে বিমানবন্দর এলাকার একটি অবৈধ আস্তানা থেকে প্রায় ৩০ ড্রাম ডিজেল উদ্ধার করা হয়, যার পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার লিটার (প্রায় ৬ টন)। এ সময় তেল লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজে ব্যবহৃত তিনটি পাম্পও জব্দ করা হয়। অভিযান সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া জ্বালানি ও সরঞ্জামের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৮ লাখ টাকা। অভিযান শেষে জব্দ করা মালামাল সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুতের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি মামলার আসামি গ্রেফতার

চট্টগ্রামের চকবাজারে একটি চাঁদাবাজি মামলার সন্দেহভাজন আসামি সৈয়দ মো. মুজিবুল হককে (৫৫) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার মাদার্শা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মুজিবুল হক হাটহাজারীর পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম সৈয়দ আব্দুল করিম। র‍্যাব জানায়, চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি চকবাজার থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা করা হয়। এতে অভিযোগ করা হয়, এক ব্যবসায়ীর বাসায় গুলি ছুড়ে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

আইএলও,র গভর্নিং বডির সভায় যোগ দিতে ঢাকা ছাড়লেন শ্রমমন্ত্রী

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৬তম গভর্নিং বডির সভায় অংশ নিতে ঢাকা ছেড়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। একই সভায় যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিনও জেনেভায় যাবেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার (২৬ মার্চ) সকালে তুর্কি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ইস্তাম্বুলে যাত্রাবিরতি শেষে স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টায় তার জেনেভা পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

সংসদকে আরও কার্যকর করার আশাবাদ জামায়াতের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর সিস্টেমসের (আইএফইএস) এক প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা হয়েছে। সভায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদকে আরও কার্যকর করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা হয়। বৈঠককালে উভয়পক্ষ বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর ও সুসংহত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

করেন। তারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মতবিনিময় সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাইফুল আলম খান মিলন বলেন, জুলাই আন্দোলনের পর গঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদকে ভিন্নধর্মী ও জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর করতে হবে, যেখানে সংসদই হবে জাতীয় সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র এবং সরকার ও বিরোধী দল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি তেলের জন্য পাম্পের সামনে দিনভর লম্বা লাইন

ইরানে হামলা-পাল্টা হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে জ্বালানি তেলের সংকটে পড়েছে গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশেও জ্বালানি তেল নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার পেট্রোল পাম্পগুলোতে দেখা গেছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি। পেট্রোল পাম্পগুলোতে তেলের সরবরাহ ঠিক না থাকায় অনেক জেলায় বন্ধ রয়েছে যানবাহনে তেল দেওয়া কার্যক্রম। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৩টার পর থেকে রাজধানীর বিজয় সরণির ট্রাস্ট ফুয়েল স্টেশন, আসাদগেটের তালুকদার ফিলিং স্টেশন ও সোনার বাংলা ফিলিং স্টেশন ঘুরে দেখা গেছে যানবাহনের লম্বা সারি। ট্রাস্ট ফুয়েল স্টেশনে গিয়ে দেখা গেছে, পাম্পটির সামনে বৃহস্পতিবারের তুলনায় লম্বা হয়েছে তেল নিতে আসা যানবাহনের সারি। মোটরসাইকেলের অপেক্ষার লাইন ছাড়িয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পেরিয়ে জাহাঙ্গীরগেটমুখী সড়কে। ব্যক্তিগত গাড়ির লাইন আরও দীর্ঘ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

বাড়িতে ডেকে নিয়ে বিএনপির ৬ সমর্থককে কুপিয়ে জখম করলেন ছাত্রলীগ নেতা

শরীয়তপুরের ডামুড্যায় পূর্ব শত্রুতার জেরে বাড়িতে নিয়ে বিএনপির ৬ সমর্থককে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকালে উপজেলার ধানকাঠি ইউনিয়নের চৌধুরী বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আহতরা হলেন- ওই এলাকার মালেক খান (৪০), নজরুল সরদার (২২), রমজান সরদার (৩৫), সামছুল সরদার (২৮), আলমগীর সরদার (৩২), মহাসিন সরদার (২৯)। তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধানকাঠি ইউনিয়নের চৌধুরী বাড়ি এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা শাওন চৌধুরী এবং বিএনপি সমর্থক মালেক খানের গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধ ছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর শাওন ও তার অনুসারীরা এলাকা ছাড়া ছিলেন। সম্প্রতি পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে তারা বাড়িতে ফেরেন। অভিযোগ উঠেছে, বিরোধ মীমাংসার কথা বলে শুক্রবার সকালে প্রতিপক্ষ মালেক খান ও তার লোকজনকে নিজের বাড়িতে ডাকেন শাওন চৌধুরী। মালেক খান অনুসারীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছা মাত্রই শাওন ও রিফাতসহ বেশ কয়েকজন তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠায় কর্তব্যরত চিকিৎসক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

চিড়িয়াখানায় প্রকৃত অবস্থা দেখতে টিকিট কেটে প্রবেশ প্রতিমন্ত্রী টুকুর

রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু। প্রতিমন্ত্রী শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে চিড়িয়াখানায় আসেন। এসময় তিনি সাধারণ দর্শনার্থীর মতো নিজেই টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকেন। প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন প্রাণীর খাঁচা, চিকিৎসাকেন্দ্র ও ঔষধ সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করেন। সালাহউদ্দিন টুকু প্রথমে প্রাণী পুষ্টি শাখায় গিয়ে প্রাণীদের খাবারের মান ও পরিমাণ যাচাই করেন। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রাণীদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক পরিচর্যার বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চিড়িয়াখানার পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কোনো ধরনের ত্রুটি রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে দেখা। এসময় তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং তাদের সমস্যা ও প্রত্যাশার বিষয়ে জানতে চান। তখন রাজধানী ও আশপাশের জেলা থেকে আসা হাজারো দর্শনার্থীর ভিড়ে চিড়িয়াখানা ছিল মুখর। প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রদর্শনী এলাকায় ছিল উপচে পড়া ভিড়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গ্রেফতার মিষ্টি সুভাষসহ ২ জন রিমান্ডে

স্বাধীনতা দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গ্রেফতার হওয়া বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোটের নেতা শিমু আক্তার বৃষ্টি (মিষ্টি সুভাষ) ও রফিকুল ইসলামকে (দুর্জয়) সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) ঢাকা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগ এ রিমান্ড আদেশ দেন। আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার এসআই মো. শহিদুজ্জামান তাদের পাঁচদিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। আসামিদের পক্ষে আইনজীবী মো. খায়ের উদ্দিন শিকদার রিমান্ড আবেদন খারিজ ও জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত মিষ্টি সুভাষকে দু-দিনের এবং রফিকুল

ইসলামকে তিনদিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল বেদির সামনে ২২-২৫ জন নেতা-কর্মী দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করতে সমবেত হন। তারা শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে `জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,, `অবৈধ নির্বাচনের অবৈধ সরকার মানি না, মানবো না, এবং `শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে, স্লোগান দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

ক্রসিংয়ে উঠেই বাসের তেল শেষ, ট্রেনের ধাক্কায় নারী-শিশুসহ নিহত ৫

টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী-শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। শুক্রবার (২৭ মার্চ) রাতে উপজেলার ধলাটেঙ্গর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘারিন্দা রেলওয়ের পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান পাঁচজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় একটি বাসের তেল শেষ হয়ে যায়। এতে বাসটি রেললাইনেই দাঁড়িয়ে থাকে। এসময় টাঙ্গাইল থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জে এক্সপ্রেসের ট্রেনটি বাসটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন নিহত হন। এসআই মিজান আরও বলেন, নিহতদের মধ্যে তিনজন নারী, একজন পুরুষ ও একজন শিশু রয়েছেন। আমরা ঘটনাস্থলে কাজ করছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

এবার পাটুরিয়ায় ফেরিতে আগুন

মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ফেরিঘাট থেকে লোডিং শেষ করে ছেড়ে যাওয়ার পর `কেরামত আলী, নামের একটি ফেরিতে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ফেরিতে থাকা যাত্রী, চালক ও সহকারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ফেরিটি ঘাট ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ফেরিতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেন। এসময় অনেকেই নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ফেরির কর্মচারীরা দ্রুত চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

গভর্নমেন্ট আমাদের, আগের ডিসি গাদ্দারি করেছেন বলেই তাকে বদলি করেছি

নির্বাচনে হেরে যাওয়ার জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসকের (ডিসি) ওপর দোষ চাপালেন কুষ্টিয়া-৪ আসনে বিএনপির পরাজিত এমপি প্রার্থী সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী। একইসঙ্গে শাস্তিস্বরূপ তাকে বদলি করার ব্যবস্থা করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তার এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ বক্তব্য দেন। ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক তৌহিদ-বিন-হাসান। ২ মিনিট ২৯ সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিওতে সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে শোনা যায়, ”আমি তিনবার সংসদ সদস্য ছিলাম। কিন্তু দাওয়াত পাওয়ার অধিকার আমাদের নেই। গত নির্বাচনে আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের কিছু গাদ্দার ও আমাদের দলের কিছু গাদ্দার মিলে আমাকে পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। আমি এক লাখ ৪০ হাজার ভোট পেয়েছি।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে : ফখরুল

অপশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শক্তিকে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ”স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর আবার সেই অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যারা সেই সময়ে আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছে এবং পাকিস্তান বাহিনীকে সহযোগিতা করে হত্যা চালিয়েছে। আমাদের ভালোভাবে সতর্কতার সঙ্গে সেই অপশক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীনতার শক্তিকেই সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। সেখানেই আমাদের সাফল্য।„ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাসভায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, আমরা দলের নেতা তারেক রহমানের ওপর অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি দেশে ফিরেই মানুষের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন ও আশা তৈরি করেছেন। তিনি এসে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার কথা বলেননি, বরং বলেছেন- `আই হ্যাভ এ প্ল্যান,। অর্থাৎ দেশ গড়ার একটি পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন।„

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

জুলাই বিপ্লবে পুলিশসহ সব হত্যাকাণ্ডের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা : আইজিপি

জুলাই বিপ্লবে পুলিশ হত্যাসহ সব হত্যাকাণ্ডেরই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকির। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক করা এবং ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করা পুলিশের এক নম্বর অ্যাজেন্ডা জানিয়ে আইজিপি বলেন, ”আসলে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে গেছে। বিনিয়োগ আসতে হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা দরকার, সেজন্য মূল ভূমিকা পুলিশের। সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ অন্যান্য বাহিনী আছে। তবে মূল ভূমিকা পুলিশের।„ তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স। কোনো উগ্রতা যেন না থাকে। ইয়াং জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাদকের কারণে। মাদক নির্মূল করা এক আমাদের নম্বর লক্ষ্য।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

‘তেল নেই, ব্যানার ঝুলানো ফিলিং স্টেশনে মিললো ৯ হাজার লিটার তেল

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল মজুত থাকা সত্ত্বেও ‘তেল নেই, ব্যানার ঝুলিয়ে বিক্রি বন্ধ রাখায় একটি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার (২৭ মার্চ) দুপুরে উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের বড়দাদপুর এলাকায় মেসার্স ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ফিলিং স্টেশনে এই অভিযান চালানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির মুন্সী। তিনি জানান, পাম্পটিতে ‘পাম্পে তেল নেই, ব্যানার ঝুলিয়ে জ্বালানি বিক্রি বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মজুত যাচাই করা হয়। এ সময় পাম্পটিতে ২ হাজার ৩৬৮ লিটার পেট্রোল, ৩ হাজার ৭৬০ লিটার ডিজেল এবং ৩ হাজার ৬৫৫ লিটার অকটেনসহ মোট ৯ হাজার ৭৮৩ লিটার জ্বালানি মজুত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মজুত থাকা সত্ত্বেও বিক্রি না করায় পাম্প কর্তৃপক্ষকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

যশোরে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

যশোর-নড়াইল মহাসড়কে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যাত্রীবাহী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসটি পুড়ে গেলেও যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের সদর উপজেলার ফতেপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। ভিডিওতে দেখা যায়, বাসটি দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে যশোরের মনিহার থেকে অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে নড়াইল এক্সপ্রেস নামের বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। পথে যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন বাসের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিকট শব্দ হয়ে বাসটি বন্ধ হয়ে গেলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে জানালা ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধাঘণ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিতসহ ছয় দফা দাবি জানালো ‘মঞ্চ ২৪,

সড়ক ও নৌপথে নিরাপদ পরিবহণব্যবস্থা নিশ্চিতসহ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছে মঞ্চ ২৪। সেই সঙ্গে এসব দাবি বাস্তবায়নে গড়িমসি করা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ পরিবহণ আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি। শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির আহ্বায়ক ফাহিম ফারুকী দাবিগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহণ খাতে চরম অব্যবস্থাপনার কারণে একের পর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে। দৌলতদিয়াসহ নানা এলাকায় সম্প্রতি ২০টিরও বেশি বড়ো দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। এসব ঘটনাকে তিনি নিছক দুর্ঘটনা নয় বরং অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার ফল হিসেবে উল্লেখ করেন। ফাহিম ফারুকী অভিযোগ করেন, প্রাণহানির ঘটনার পর সরকার মাত্র ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছে। মানুষের জীবনের মূল্য অর্থ দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না উল্লেখ করে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য সমন্বিত ও মানবিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৬ রিহাব)

BBC

'MY DAUGHTER IS UNDER RUBBLE': INSIDE TEHRAN AS CIVILIAN TOLL OF STRIKES RISES

A mother stands by the rubble, carrying out for her daughter. For days she has been waiting for rescue workers to dig through the flattened remains of what was once her daughter's flat in Resalat, a residential district in eastern Tehran. "They don't have the manpower to get her out," the woman says. "My daughter is under the rubble,.. she's afraid of the dark." For a month, Iran has been at war with the United States and Israel, who have been carrying out strikes across the country at targets linked to the regime. But these attacks are also having a devastating impact on civilians living nearby. (BBC News Web Page: 27/03/26, FARUK)

MARCO RUBIO MEETS G7 COUNTERPARTS AMID IRAN WAR

US Secretary of State Marco Rubio has joined a meeting of G7 foreign ministers in France for talks in which the US-Israeli war with Iran will be the main focus. Rubio is expected to face pressure to de-escalate the conflict as concerns continue to grow over its impact on the world economy. The other G7 countries - the UK, Canada, France, Germany, Italy and Japan - are wary of being drawn in militarily. The group will also discuss the war in Ukraine. As he headed to France, Rubio said it was in the "interest" of G7 nations to "step up" and help with the Strait of Hormuz, which Iran has effectively blockaded, causing fuel prices to soar. (BBC News Web Page: 27/03/26, FARUK)

PANIC BUYING PROMPTS PM TO REASSURE AUSTRALIANS OVER FUEL SUPPLY

Prime Minister Anthony Albanese has sought to reassure Australians that the country's fuel supply remains "secure" as prices soar and following reports of panic buying and petrol stations running dry since the start of the Iran war. "The longer this war goes on, the greater the impact will be. But we continue to act to prepare and shield Australians from the worst of it," Albanese told reporters on Friday. There have been reports of truck drivers and other motorists stranded, while businesses say rising costs are affecting their viability. The government says demand and distribution issues have caused shortages rather than supply, which it says remains at the same level as before the war began.
(BBC News Web Page: 27/03/26, FARUK)

NEPAL SWEARS IN EX-RAPPER AS NEW PRIME MINISTER

Rapper-turned- politician Balendra Shah has been sworn in as Nepal's prime minister after a landslide victory in the country's first election since last year's youth-led protests. The 35-year-old's rise marks an important shift in Nepal politics. His promise of change resonated with an electorate that was angry at corruption, nepotism and elite rule. Before taking office on Friday, Shah, popularly known as Balen, released a song filled with optimism about Nepal's future. "Undivided Nepali, this time history is being made," he rapped in a track garnered more than two million views within hours of its release. The song harks back to his roots in the underground rap scene where he used music to call out corruption and other social problems in Nepal. (BBC News Web Page: 27/03/26, FARUK)

EIGHTEEN DEAD IN STRIKE ON QOM: IRANIAN MEDIA REPORTS

Eighteen people have been killed in an overnight attack on the Iranian city of Qom, local media has reported. IRGC-backed Fars news agency and Tasnim report the attack hit the Pardisan area of the city early this morning, with an initial death toll of six being later updated. According to reports, 10 people were also injured. The Iranian Red Crescent Society said rescue workers attended the scene, which it described as a residential area. (BBC News Web Page: 27/03/26, FARUK)

:: THE END ::